সংবাদ

10 MAY 2008

ছাত্রী নিপীড়ন প্রেক্ষিত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

দীপংকর গৌতম

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী নিপীড়ন কোন নতুন ঘটনা নয়। বেশ আগে থেকেই ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নিপীড়ন ও তার বিরুদ্ধে আন্দোলনের অভিযোগ চলে আসছে। ১৯৯৪ সালে এক ছাত্রীর জীবন ক্রমেই দুর্বিষহ করে তুলেছিল একটি ছাত্রসংগঠনের নেতৃস্থানীয় এক ছাত্র নেতা। এর বিরুদ্ধে তখন ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। সে আন্দোলনের ফলাফল আজ আর মনে নেই। কিন্তু আন্দোলন যে ক্রমেই বেগবান হয়েছিল সে কথা মনে আছে।

এরপর ১৯৯৬ সালে এখানে গড়ে ওঠে ধর্ষণবিরোধী আন্দোলন। সে আন্দোলন সারা দেশকে ধাক্কা দিয়েছিল। তারপরও বিভিন্ন সময় ছাত্রী নিপীড়ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বর্তমানে সেখানে আবার এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রী নিপীড়নের অভিযোগ উঠেছে। ছাত্রছাত্রীরা ওই শিক্ষকের বহিষ্কারের দাবি তুলেছে।

এ ব্যাপারে আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের এখন দায়িত্বশীল শিক্ষক ছানোয়ার হোসেন প্রায় ৭-৮ মাস ধরে কয়েকজন ছাত্রীকে উত্যক্ত করে আসছিলেন। ওই ছাত্রীর নাট্যতত্ত্ব ছাত্রদের মহড়া কক্ষে ৩০ এপ্রিল ঘটনাটি জানায়। ছাত্ররা বিষয়টি নিয়ে সব বিভাগের ছাত্রদের সঙ্গে বসে এবং সবার সিদ্ধান্ত মতে, ৩ তারিখ ভিসির কাছে স্মারকলিপি দিলে তারা ছাত্রদের দাবির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে এবং ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেয়। কিন্তু আসলে তারা কোন ব্যবস্থা না নিয়ে গোপনে ৩ সদস্য বিশিষ্ট সত্যতা যাচাইবাছাই কমিটি গঠন করে। কিন্তু এই কমিটির কোন কার্যক্রম সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না। পক্ষান্তরে দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছে ছাত্র আন্দোলন। মিছিল, মিটিং, সভা, গণসঙ্গীতের মাধ্যমে চলছে আন্দোলন কিন্তু কেউ কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না এখনও। এবং নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ করলে তারা বলেন যেসব ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন করছে এরা সারা বছর ঠিকমত ক্লাস করেনি এবং এদের উপস্থিতিও নেই। সামনে পরীক্ষা তাই এসব ঝামেলা থেকে নিজেদের দূরে রাখার জন্য এরা আন্দোলন করছে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করলে তারা উপস্থিতি খাতায় তাদের স্বাক্ষরের বিষয়টি অস্বীকার করে। এবং জানায় আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীরা সবাই বিভিন্ন বিভাগের মেধাবী ছাত্র। শিক্ষকরা শাক দিয়ে মাছ ঢাকার জন্য এ ধরনের কথা ছড়াচ্ছে। একজন অভিভাবক তার সন্তানকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে যদি নিশ্চিন্তায় থাকতে না পারে, যদি শিক্ষকই নিপীড়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং দিন দিন যদি এ অবস্থা চলতে থাকে তাহলে এ অবস্থা বদলানো জরুরি। নতুবা মানুষ যাবে কোথায়? ছাত্ররা আন্দোলন করবে, তাদের দাবি মানা হবে না এটা যেমন একটা বিষয় অন্যদিকে একটা প্রশ্ন হচ্ছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিপীড়ক শিক্ষকদের লাজলজ্জা কী নেই?

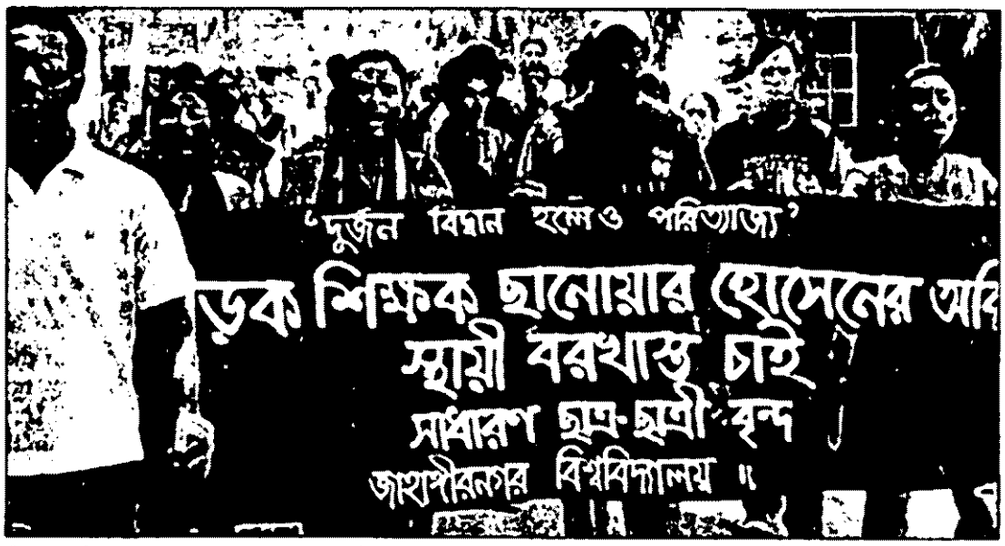

বিশ্ববিদ্যালয়ের বরেণ্য শিক্ষকদের রীতিমতো লজ্জায় পড়তে হয় কোন সুধী সমাজে গেলে। এতসব ভেবে এই বিষয়টিকে কি নির্মূল করা যায় না? নাকি রক্ষক শিক্ষক (পিতৃসমতুল্য) ভক্ষকের ভূমিকায়ই থাকবেন। একথার উত্তর দেবার আগে একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখুন।